শান্তিময় পারিবারিক জীবন

লাভের দু'টি কিতাব ঃ

❖ নারীর মর্যাদা ও অধিকার

❖ স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন

মূল
সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কিতাবদ্বয় সম্পর্কে.. ৩

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়.....................৫

নারীর মর্যাদা ও অধিকার

এই কিতাব প্রসঙ্গে.. ১০

হযরত খাজা হাসান বসরীর মর্তবা ১৫

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ ও আসমানে

আনন্দোৎসব উদযাপন ১৬

যাহেরী আসবাব-উপকরণও আল্লাহর খাছ নেআমত ১৭

নবীর ঘরে চাকরানী হওয়ার সৌভাগ্য ১৮

অলৌকিক বুকের দুধ ১৮

মুসলমানের পরিচয় ১৮

অমুসলিমদের উপর নির্যাতন কি বৈধ ?.....................................১৯

নেক লোক কাহারা ? ২০

নাফরমানী দেখিয়া মানসিক আঘাতে পেশাবের সঙ্গে রক্ত ২১

অনুতাপ-অনুশোচনায় মোটেও বিলম্ব করা চাই না ২১

গুনাহগার বান্দার চোখের পানির মূল্য ২২

হাদীছে-কুদছীতে কাকুতি-মিনতির আশ্চর্য দাম..............................২৩

আরশে-আযমের ভাণ্ডারে চোখের পানির চাহিদা ২৪

ক্রন্দন ও অনুতাপের নৈকট্য পাপীদেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য ২৪

কোরআনের তাফসীরে বাদশার নাম ! ২৫

শয়তান অন্ধকার অন্তরে হামলা করে ২৫

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) এর একটি ঘটনা ২৬

হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) এর ওস্তাদের ঘটনা ২৬

আল্লাহর রহমতের কোলই আমাদের জীবন ২৮

তওবা ভঙ্গকারীরা নিরাশ হইওনা ২৮

অমূল্য উপদেশ ২৯

পাপের উপকরণ হইতে দূরত্ব জরুরী ৩০

আমাদের অবস্থা এই চোরের মত ৩১
গোলায় ফসল তোলার পাশাপাশি ইঁদুর হইতে
হেফাযতেরও ফিকির জরুরী ঃ...৩২
সকলের প্রতি সদাচার ও মঙ্গলকামিতা ৩২
সাহাবাগণের সিরিয়া বিজয়ে তাকওয়ার প্রভাব ৩৩
সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সদাচার ৩৩
বোবা মাখলুকের কারণে এক ওলীর সহিত আল্লাহর আচরণ ৩৪
স্ত্রীদের উপর নির্যাতন আল্লাহর গযবের কারণ হয়......................৩৫
বাঘকে ভয় করি, অথচ ....! ৩৬
চিড়িয়াখানায় সিংহের ভয়ে ছুটাছুটি ! ৩৬
বৃদ্ধা স্ত্রীরও কদর করা চাই. ৩৭
দিল্লির বুড়া-বুড়ির মহব্বত ৩৭
সুন্দরী-অসুন্দরী সব আল্লাহর কলমের লেখা ৩৭
দুনিয়ার স্ত্রীরা বেহেশতের মধ্যে হূরের চেয়ে সুন্দরী ৩৮
এক মজার ঘটনা ৩৮
আমলের নূরে সুন্দরী হইবে ৩৮
দুনিয়া তো মুসাফিরের রেলষ্টেশন ৩৯
স্ত্রীর প্রাণের জ্বালা ৪০
প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মুচকি হাসির সহিত অন্দর মহলে ৪০
স্ত্রীদের ব্যাপারে বেদ্বীন ও দ্বীনদারদের অপরাধ ৪০
স্ত্রীর সহিত অবস্থান, সদালাপ এবং সহাস্য সাক্ষাতও এবাদত........৪১
স্ত্রীদের পক্ষে রব্বুল আলামীনের সুপারিশ ৪১
স্ত্রী কি গৃহ পরিচারিকা ?...৪২
জেদ্দা হইতে ক্রোধের চিঠি ও কিছু দাওয়াই................................৪২
বুযুর্গদের সহিত পরামর্শ তো কর ৪৩
স্বামীর ভালবাসার প্রতি ক্ষুধার্তের বেদনা ৪৩
নির্যাতিতার বেদনার আগুনের প্রতিক্রিয়া ৪৪
মযলুমের বদদোআ ভয়ঙ্কর ৪৪
জীবনসঙ্গীনির ভুলত্রুটি ক্ষমা করার পুরস্কার ৪৫
ক্ষমার বদলে আসমানী ক্ষমা ৪৬

অপরাধ ক্ষমার জন্য স্বয়ং রব্বুল আলামীনের সুপারিশের ঘটনা ৪৬
পিঁপড়ার সহিত এক ওলীর আচরণ ৪৭
স্ত্রীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতার চমৎকার যুক্তি ৪৭
স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঃ
হযরত মির্য মাযহার (রহ.)এর ঘটনা ৪৮
স্ত্রীর উপর স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানো
নিষ্ফল, ধৈর্য ও সদাচারেই মঙ্গল ৫০
জীবনসঙ্গীনির জ্বালাতন সহ্যকারীর উপর অবতীর্ণ হয়
কত বড় রহমত ৫১
স্ত্রীর ত্রুটি ও অসদাচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় শিক্ষা ৫২
ভদ্র ও অভদ্র স্বামীর পরিচয় ৫৪
স্বামীর সহিত অভিমান করাও স্ত্রীর অধিকার ৫৪
নিজ হাতে একটি মিষ্টি তুলিয়া দিন তাহার মুখে ৫৫
হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সহিত
আমাদের আম্মাজানদের অভিমানী আচরণ ৫৬
দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা ৫৭
হেকমতের সাথে কঠোরতা ৫৭
মানুষ বৃদ্ধ হইলেও মন বৃদ্ধ হয় না ৫৮
স্ত্রীকে কাঁদাইয়াছ, তো এখন তাহার মুখে হাসি ফুটাও ৫৮
স্ত্রীকে মাসিক হাত খরচ..............................৫৯
স্ত্রীর মত সেবা-যত্ন আর পাইবে না ৫৯
দয়াময়ের হুযূরে দোআ ৬০
পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ৬২
স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ ৬২
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ ৬২
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সমূহ ৬৩
নেক স্ত্রী ৬৪
ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন..............................৬৫
ওলী হওয়ার চারটি আমল..............................১০৫

সূচী সমাপ্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْد : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ (رواه البخارى)

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম ও তোলাবায়ে কেরাম,

আমি আপনাদের সম্মুখে খুব সহজ ভাষায় আমার বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করিব। আমি আশা করি, আপনারা খুব সহজেই তা বুঝিতে সক্ষম হইবেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিব, যাহা আলেম, গয়ের-আলেম, পীর, মুরীদ, ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক সকলের জন্যই অত্যন্ত জরুরী। এবং এ বিষয়ে আমরা সকলেই কম-বেশী অপরাধে লিপ্ত আছি। সে বিষয়টি হইল, আল্লাহর মাখ্লূকের সহিত, আল্লাহর সকল সৃষ্টির সহিত সদাচার করা, ভাল ব্যবহার করা।

হযরত খাজা হাসান বস্রীর মর্তবা

আল্লামা বদ্রুদ্দীন আইনী (রহ.) 'ওম্দাতুল কারী' নামে বোখারী শরীফের একটি অমূল্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবে তিনি হযরত খাজা হাসান বস্রী (র.)এর একটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটি শুনানোর পূর্বেই আমি আরয করিতে চাই যে, হযরত খাজা হাসান বস্রী সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণ লিখিয়াছেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ قَدْ رَأٰى مِأَةً وَّعِشْرِيْنَ صَحَابِيًّا

খাজা হাসান বসরী সেই মহান তাবেঈ যিনি একশত বিশ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মের পর স্বয়ং হযরত ওমর-ই ফারূক (রাঃ) তাঁহার তাহ্নীকের সুন্নত আদায় করিয়াছেন। সন্তান জন্ম হওয়ার পর খান্দানের কোন নেক ব্যক্তি নিজ মুখে মধু নিয়া বা খেজুর চিবাইয়া মুখ হইতে কিছু লালা বাহির করতঃ উক্ত শিশুর মুখে দিয়া দেওয়াকে সুন্নতে- তাহ্নীক বলে। হযরত খাজা হাসান বসরী (রহ.)এর কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁহার তাহ্নীকের সুন্নত আদায় করিলেন খলীফাতুল-মুসলিমীন, আমীরুল-মোমিনীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু। সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি আমীরুল-মোমিনীন উপাধি লাভ করিয়াছেন তিনি হযরত ওমর (রাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ও আসমানে আনন্দোৎসব উদযাপন

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ফলে আসমানের উপর আল্লাহর ফেরেশতারা আনন্দোৎসব উদযাপন করিয়াছেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জিবরাঈল আসমান হইতে যমীনে অবতীর্ণ হইলেন এবং বলিলেন, হে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, اِسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ আজ ওমরের ইসলাম গ্রহণের জন্য ফেরেশতাগণ আসমানে আনন্দ উদযাপন করিতেছেন।

চিন্তা করুন যে, কত বড় মর্যাদা ছিল এই সকল মহা মানবদের যাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে, কালেমা পড়ার ফলে আসমানের উপর নূরের ফেরেশতারা আনন্দ উদযাপন করিয়াছেন। আর এই সংবাদ দাতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তখন একখানা আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা হইল–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং আপনার তাবেদার ও অনুগত এই মোমেনগণও আপনার জন্য যথেষ্ট।

এই আয়াত ইতি পূর্বে নাযিল হয় নাই। অথচ, ইতিপূর্বেই ত উনচল্লিশ জন ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পরপরই এই আয়াত নাযিল হইল। তাঁহার ইসলাম কবূলই এই আয়াতের শানে-নুযূল। যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে নবী, ওমরের মত বাহাদুর, শক্তিশালী, বীর পুরুষকে আজ আপনার অনুগত সাহাবী করিয়া দিলাম। আপনার এমন তাবেদার ও অনুগত মোমেনগণ আপনার জন্য যথেষ্ট।

হাকীমুল-উম্মত মোজাদ্দেদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (র.) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, স্বয়ং আল্লাহপাক যেখানে এই ঘোষণা দিতেছেন যে, হে নবী, আপনার জন্য আমিই যথেষ্ট, সেখানে এই কথা বলার আর কি প্রয়োজন ছিল যে, আপনার জন্য এই তাবেদার মোমেনগণও যথেষ্ট? আল্লাহ যাহার জন্য যথেষ্ট, তাহার জন্য আর কাহারও কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে? অতএব, এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত ওমরের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করা যে, এখন সকলে দেখিতে পাইবে, এই বীর পুরুষের উসীলায় ইসলাম কিভাবে প্রসার লাভ করে এবং ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে ছড়াইয়া পড়ে। তাই ত তাঁহার আগমনের সাথে সাথে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে আযান ধ্বনিত হইল এবং সেখানে জামাতের সহিত নামায আদায় করা হইল।

তাঁহার মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ এত বুলন্দ আওয়াজে তাকবীর-ধ্বনি দিলেন যে, সেই আওয়াজ কা'বা পর্যন্ত পৌছিয়া গেল। হযরত ওমর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যেহেতু

আমরা হকের উপর আছি, অতএব. কেন আমরা গোপনে নামায পড়িব ? অতঃপর সাহাবীগণকে দুই সারিতে দাঁড় করানো হইল। এক সারিতে সাইয়েদুশ-শোহাদা হযরত হামযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাখিলেন এবং হযরত ওমর নিজে অপর সারিতে থাকিলেন। আর মধ্যখানে রাখিলেন নবূয়তের প্রখর সূর্য মোহাম্মাদুর-রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে। এভাবে দুই সারিতে সুবিন্যস্ত এই কাফেলা নবীকুলসেরা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে লইয়া পবিত্র কা'বা শরীফে হাযির হইল এবং প্রকাশ্যে নামায আদায় করিয়া ইসলামের শির উন্নত করিয়া দিল।

كَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ عُمَرَ فِيْ غَايَةِ الْخَفَاءِ وَبَعْدَهُ عَلٰى غَايَةِ الْجَلَاءِ

ইসলাম হযরত ওমরের পূর্বে খুবই গোপন ছিল এবং তাঁহার আগমনের পর খুবই প্রকাশ ও প্রসার লাভ করিল। আগে যতটা গোপন ছিল, পরে ততোধিক বিকাশ লাভ করিল।

যাহেরী আসবাব-উপকরণও আল্লাহর খাছ নেআমত

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এই আয়াতে স্বীয় নবীর জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি মোমেনগণও যথেষ্ট হওয়ার কথা এজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদিও প্রকৃতপক্ষে বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহর শক্তি-সাহায্যই সবকিছু, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাওয়ার জন্য কিছু বাহ্যিক-ব্যবস্থাও থাকে। যেমন, অস্ত্রবল, সৈন্যবল ইত্যাদি। যাহাতে শত্রুদের উপর ইহার প্রভাব পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়। কাজ ত করিবে সম্পূর্ণ আল্লাহর শক্তি এবং আল্লাহর মদদই। তবে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিবে এ সকল আসবাবের মাধ্যমে। খোদায়ী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশ পাইবে এই মোমেনদের মাধ্যমে।

অতএব, আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য হইল কেফায়েতে-হাকীকী বা আসল ব্যবস্থাপনা, আর মোমেনগণ হইতেছে কেফায়েতে-যাহেরী বা বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং আল্লাহপাক বলিতেছেন, হে নবী! আসলে ত আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তবুও ওমরের মত বাহাদুর সাহাবী এবং আরও অন্যান্য আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীও আপনাকে দান করিতেছি, যাহাতে এই প্রকাশ্য শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দেখিয়া দুশমনেরা প্রভাবিত ও ভীতিগ্রস্ত হইয়া যায়।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, যাহেরী আসবাব (তথা বাহ্যিক উপায়-উপকরণও) নেআমত। অতএব, নিজের দোস্ত-আহবাবের সংখ্যার উপরও শোকর আদায় করুন। যদি আপনি কোন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল হন বা কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন, আর আল্লাহপাক আপনাকে আপনার দ্বীনী কাজে সহযোগীতাকারী লোকজন দান করেন, তবে আপনি আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করুন। কারণ, ইহা কেফায়েতে-যাহেরী (বাহ্যিক ব্যবস্থা)। আর কেফায়েতে-হাকীকী বা

প্রকৃত ব্যবস্থা ত সম্পূর্ণই আল্লাহর হাতে। আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। তবে যাহেরী আসবাবও নেআমত। বাহ্যিক ব্যবস্থাপনাও তাঁহারই অনুগ্রহ। দেখুন না, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর দ্বারা ইসলামের কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

নবীর ঘরে চাকরানী হওয়ার সৌভাগ্য

হাঁ, তো হযরত হাসান বস্রী (র.)এর তাহ্নীকের সুন্নত আঞ্জাম দিয়াছেন হযরত ওমর-এ-ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু। কী সৌভাগ্যবান এই শিশু ! আমীরুল মোমিনীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর মুখের লালা যাহার সীনায় প্রবেশ করিয়োছে, তাহার এল্ম ও বুযুর্গীর কি অবস্থা হইতে পারে ? তাঁহার আম্মাজান, উম্মুল-মোমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ঘরের চাক্রানী ছিলেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন, সওদা-সামান আনিয়া দিতেন। সুবহানাল্লাহ, কি ভাগ্যবান এই শিশু যাহার মা নবীব ঘরে, নবীর পরিবারে চাকুরী লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

অলৌকিক বুকের দুধ

শিশু খাজা হাসান বসরী যখন কাঁদিতেন, অথচ তাঁহার মা সেখানে অনুপস্থিত , তখন খোদ হযরত উম্মে-সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাহাকে নিজের দুধ পান করাইতেন। (বিধবা হযরত উম্মে সালামা কিভাবে দুধ পান করাইতেন, ইহার উত্তরে) হাদীছবিশারদগণ বলিয়াছেন যে, হয়তবা শুধু সান্ত্বনা দানের জন্য তাহাকে স্তন্য চোষাইতেন, অথবা অলৌকিক ভাবে সত্য-সত্যই স্তন্য হইতে দুধ বাহির হইত।

মুসলমানের পরিচয়

খাজা হাসান বস্রী (র.) আবরারের (অর্থাৎ নেক্ লোকের) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা পরে আসিতেছে। এখানে আমি আর একটি হাদীছ শুনাইতেছি। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থঃ কামেল ও পাক্কা মুসলমান এবং আল্লাহপাকের বহুত পেয়ারা মুসলমান তো ঐ ব্যক্তি যাহার রসনা (মুখ) ও হাতের দ্বারা কোন মসলমান কষ্ট না পায়।

আল্লামা বদ্রুদ্দীন আইনী (রহ.) এখানে একটি এল্মী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, এই হাদীছে মুখের দ্বারা ও হাতের দ্বারা কষ্ট দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে কি পায়ের দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অনুমতি আছে ? মুহাদ্দিছগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, আসলে যেকোন ভাবেই হউকনা কেন, কোন মুসলমানকে কোন রূপ কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে যেহেতু অধিকাংশ সময় এই অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ মুখ ও হাতের দ্বারাই কষ্ট দেওয়া হয়, তাই বিশেষভাবে এই দুইটির কথাই উল্লেখ